১৮-০১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

পিতাশ্রী জীর পুণ্য স্মৃতি দিবস উপলক্ষে বাপদাদার মধুর মহাবাক্য :-

"মিষ্টি বাচ্চারা :- নিজের স্বভাব খুবই মিষ্টি আর শান্ত বানাও, তোমাদের চলনবলন যেন এমন হয়, যাতে সবাই বলে ইনি দেবতার মতন"

প্রশ্ন :- হৃদয়কে শুদ্ধ বানানোর জন্য কোন্ শখ থাকা উচিত ?

উত্তর :- হৃদয়কে শুদ্ধ বানানোর জন্য যোগী হওয়ার এবং অন্যকে বানানোর শখ থাকা উচিত । এই যোগের স্থিতিতেই হৃদয় শুদ্ধ হয় । যদি দেহের প্রতি মোহ থাকে, দেহ - অভিমান থাকে, তাহলে মনে করবে আমাদের অবস্থা এখনো পরিপক্ক নয় । দেহী - অভিমানী বাচ্চারাই স্বচ্ছ হীরা হতে পারে, তাই যতটা সম্ভব দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো । বাবাকে স্মরণ করো ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, এখন ভগবান সম্মুখে বসে আমাদের জ্ঞান গীত শোনাচ্ছেন বা জ্ঞান নৃত্য করাচ্ছেন । এই জ্ঞান নৃত্যেই তোমরা দেবতাদের মতো সদা সুখী আর হর্ষিত থাকবে । ভগবানকেই বেহদের বাবা বা এই বিশ্বের রচয়িতা বলা হয় । আত্মারা মনে করে , বাবা আমাদের জন্য স্বর্গের উপহার নিয়ে এসেছেন । তিনিই হলেন রচয়িতা । তিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য রাজযোগ শেখান । তিনি বলেন, বাবাকে আর এই বিশ্বের মালিকানাকে স্মরণ করো । যেহেতু বাবা বেহদের মালিক তাহলে তিনি অবশ্যই বেহদের বড় দুনিয়ার রচনা করবেন । বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এই সম্পূর্ণ বিশ্বই হলো ঘর অর্থাৎ অভিনয় করার স্থান । বেহদের বাবা এসে বেহদের বিশ্ব অথবা ঘর বানান, সেই হলো স্বর্গ । তাই এমন বাবাকে বাচ্চাদের কতো ধন্যবাদ জানানো উচিত । এই বিশ্বের রচয়িতা বাবা এখন প্রত্যক্ষভাবে বোঝাচ্ছেন যে, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি তাই তোমাদের স্বভাব একনম্বর হওয়া চাই । তোমাদের চলন এমন হওয়া উচিত যে সবাই যেন বলতে পারে এ তো দেবতার মতো । দেবতারা খুবই নামীদামী । বলা হয় এনার স্বভাব একদম দেবতার মতো । খুবই মিষ্টি আর শান্ত স্বভাবের । এমন বাচ্চাদের দেখে বাবাও খুশী হন । বাবা যখন তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছেন তাহলে তোমাদের কতোখানি সাহায্যকারী হতে হবে । তোমাদের এই সেবাতে নিজেদেরই লেগে যাওয়া উচিত । এমন নয় যে আমি পরিশ্রান্ত, বা আমার সময় নেই । সময় অনুসারে সব কাজ করাই কল্যাণের । এই যজ্ঞ সেবার অনুমতি শিববাবা দেন । বাবাও বাচ্চাদের দৈবী চলন দেখে বলিহারি যান ।

মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা জানো যে তোমাদের কে পড়ান । এই চৈতন্য ডিব্বায় চৈতন্য হীরে বসে আছে, সেই হলো সত্ - চিত্ এবং আনন্দ স্বরূপ । সত্য বাবা তোমাদের সত্য শ্রীমত দেন । তোমরা যখন বাবার হয়েছো তখন প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে । তোমাদের মৌন থেকে পড়তে হবে আর এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । প্রতি মুহূর্তে এই ব্যাজকে দেখতে থাকো তাহলেই বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সা স্মরণে আসবে । এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা যেন সমগ্র বিশ্বকে শান্তির দান দাও । প্রত্যেক বাচ্চাকেই তার নিজের প্রজাও বানাতে হবে, উত্তরাধিকারীও বানাতে হবে । কোনো মুরলীই মিস্ করা উচিত নয় । বাবা খুব ভালোবেসে বোঝান -- মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের উপর দয়া করো, কোনো কথার অবজ্ঞা করো না ।

বাবার মনের ভিতরে বাচ্চাদের সদা খুশী রাখার জন্য কতো ফার্স্টক্লাস আশা থাকে যে বাচ্চারা যাতে উপযুক্ত হয়ে স্বর্গের মালিক হতে পারে । সুগন্ধিত ফুলই আকর্ষণ করে । যে যেমন, তেমনই সার্চলাইট নেওয়ার চেষ্টা করে । সুগন্ধিত, গুণবান বাচ্চাদের দেখে প্রেম আর খুশীতে নয়ন ভিজে ওঠে । কিছু সমস্যা হলে বাবা সার্চলাইট দেন ।

বাবা বোঝান মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ায় কোনো আশা রাখা উচিত নয় । এখন তো এই এক শ্রেষ্ঠ আশাই রাখতে হবে যে আমরা সুখধামে যাচ্ছি । কোথাও দাঁড়ানো যাবে না । কিছুই দেখবে না । তোমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে । একদিকেই যদি দেখতে থাকো তখনই অচল - অডল স্থির অবস্থা থাকবে । এখন এই দুনিয়ার অবসান হবে । এর অবস্থা খুবই শোচনীয় । এই সময় সবথেকে বেশী অশান্ত প্রকৃতি, তাই সবই শেষ করে দিচ্ছে । তোমরা জানো যে এই প্রকৃতি এখন তার ক্রোধ খুব জোরে দেখাবে । সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াK ডুবিয়ে দেবে । ভূমিকম্পে সমস্ত বড় বড় বাড়ী ভেঙ্গে পড়বে । অনেক ধরনের মৃত্যু আসবে । এমন সব ড্রামার প্ল্যান বানানো আছে । এতে কারোরই কোনো দোষ নেই । বিনাশ তো হতেই হবে তাই তোমাদের এখান থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে নিতে হবে । তোমরা তো নিজেদের সবকিছুই ইনসিওর করে দিয়েছো তাই তোমাদের কোনো প্রকারের চিন্তাই নেই । তোমাদের সবকিছুই সফল হচ্ছে ।
এখন তোমরা বলবে বাহ সত্গুরু বাহ । যিনি আমাদের এই রাস্তা বলে দিয়েছেন । বাহ আমাদের ভাগ্য বাহ । তোমাদের মন থেকে বের হবে -- ধন্যবাদ বাবা আপনার, যিনি আমাদের দুমুঠো চাল নিয়ে সেফটির সঙ্গে ভবিষ্যতে শতগুণ রিটার্ন দেন । কিন্তু এতেও বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন । বাচ্চারা অথৈ জ্ঞান ধনের সম্পদ পায় তাই তাদের অপার খুশী হওয়া উচিত, তাই না । হৃদয় যত শুদ্ধ হবে, তত অন্যদের শুদ্ধ বানাতে পারবে । যোগের স্থিতির দ্বারাই হৃদয় শুদ্ধ হয় । বাচ্চারা, তোমাদের যোগী হওয়ার এবং অন্যকে বানানোর শখ থাকা চাই । যদি দেহের প্রতি মোহ থাকে আর দেহ অভিমান থাকে তাহলে মনে করবে তোমাদের অবস্থা এখনো পরিপক্ক নয় । দেহী অভিমানী বাচ্চারাই প্রকৃত হীরে হতে পারে, তাই যতটা সম্ভব দেহী অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো । বাবাকে স্মরণ করো । "বাবা" এই অক্ষর সবথেকে মিষ্টি । বাবা খুব ভালোবেসে বাচ্চাদের নয়নে বসিয়ে সাথে নিয়ে যাবেন । এমন বাবার স্মরণেই আসক্ত হওয়া উচিত । বাবাকে স্মরণ করতে করতে খুশীতে ঠান্ডা শীতল হয়ে যাওয়া উচিত । বাবা যেমন অপকারীদেরও উপকার করতেন -- তোমরাও তেমন বাবাকে অনুসরণ করো । সুখদায়ী হও ।

তোমরা বাচ্চারা এই পড়া থেকে কত উঁচু ভাগ্যের অধিকারী হও । তোমরা পদ্মপতি হতে পারো । বাবা তোমাদের কতো ধনবান করেন । বাবা তোমাদের অটুট সম্পদে এমন ভরপুর করেন যে ২১ জন্ম তা তোমাদের সাথে থাকে । সেখানে দুঃখের নামমাত্র থাকে না । কখনোই অকালে মৃত্যু হয় না । মৃত্যুতে কেউ ভয় পায় না । এখানে এত ভয় পায় যে কাঁদতে থাকে । তোমাদের তো খুশী থাকা উচিত যে এই পুরানো শরীর ছেড়ে যাবে, নতুন দুনিয়ায় গিয়ে প্রিন্স হতে পারবে । তোমরা এই পুরানো দুনিয়ার মমত্ব দূর করতে থাকো, এই দেহকে ভুলে যাও । আমরা আত্মারা হলাম স্বাধীন । কেবলমাত্র এক বাবা ছাড়া আমাদের যেন অন্য কাউকে স্মরণে না আসে । বেঁচে থেকেও আমাদের মৃত্যুতুল্য অবস্থায় থাকতে হবে । যেন আমরা এই দুনিয়ার থেকে মারা গেছি । বলা হয় না -- আপনি মারা গেছেন তাই দুনিয়াও মৃত আপনার কাছে । এই দেহ ভাবকে উড়িয়ে দিতে থাকো ।

একান্তে বসে এই অভ্যাস করো যে -- বাবা ব্যস, আমি তোমার কোলে এই এলাম বলে । একের স্মরণেই এই শরীরের অন্ত হোক -- একেই বলা হয় একান্ত ।

তোমরা বাচ্চারা এখন এই ড্রামার রহস্যকেও জানো --- বাবা তোমাদের নিরাকারী, আকারী আর সাকারী দুনিয়ার সব খবর শোনান । আত্মা বলে, এখন আমরা পুরুষার্থ করছি নতুন দুনিয়াতে যাবার জন্য । আমরা স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত অবশ্যই হবো । নিজের এবং অন্যের কল্যাণ অবশ্যই করবো । আচ্ছা -- বাবা মিষ্টি বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, বাবা হলেন দুখহর্তা এবং সুখকর্তা, তাই বাচ্চাদেরও সবাইকে সুখ দিতে হবে । আমাদের বাবার ডানহাত হতে হবে । এমন বাচ্চারাই বাবার প্রিয় হয় । শুভ কাজে মানুষ ডান হাতই লাগায় । তাই বাবা বলেন সব বিষয়ে রাইট হও, এক বাবাকেই স্মরণ করো, তাহলেই অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে । এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমত্ব দূর করে দাও । এ তো হলো কবরস্থান । যে বাচ্চারা মৃত্যুর সময় কাজকারবার আর সন্তানের চিন্তা করে তারা অকারণেই নিজেদের ক্ষতি করে ফেলে । শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের খুব লাভ হবে । দেহ অভিমান থাকলে ক্ষতি হয়ে যায় । দেহী অভিমানী হলেই লাভ হয় । ধনেরও লোভ থাকা উচিত নয় । সেই চিন্তায় শিববাবাকেও ভুলে যায় । বাবা দেখেন যে সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে তারপর এই শ্রীমতে কতো পর্যন্ত চলতে পারে । শুরু শুরুতে ব্রহ্মা বাবাও তো ট্রাস্টি হয়েই দেখিয়েছিলেন । সবকিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে নিজে ট্রাস্টি হয়েছিলেন । কেবল ঈশ্বরের কাজেই লাগতে হবে । বিঘ্ন দেখে কখনোই ভয় পেলে চলবে না । যত অবধি পারা যায় এই সেবাতে সবকিছু সফল করতে হবে । ঈশ্বরকে অর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

সৃষ্টি পরিবর্তনের আধার --- সংগঠিত রূপে সকলের এক সংকল্প

(অব্যক্ত মহাবাক্য -- ১৯৭৫)

সংগঠিত রূপে সর্ব ব্রাহ্মণের ভিতর দয়ার ভাবনা, বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা, সর্ব আত্মাকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার শুভ কামনা যতক্ষণ না প্রত্যেকের মনে উৎপন্ন হবে ততক্ষণ এই বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ আটকে থাকবে । এখন সংগঠিত রূপে একটি সংকল্পকে আপন করে নাও অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্পের একত্রিত অঙ্গুলী সকলে মিলে দাও, তখনই এই কলিযুগী পর্বতকে পরিবর্তন করে গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড আনতে পারবে ।

তাহলে চেক করো আমাদের এই সংগঠন কতো পর্যন্ত এক সংকল্পের হয়েছে ? শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে ব্রহ্মার সংকল্প হয়েছিলো সৃষ্টি রচনার, তো সৃষ্টি রচিত হয়েছিলো । এখানে একা ব্রহ্মার কথা তো নয়, ব্রহ্মার সঙ্গে সমস্ত ব্রাহ্মণদেরও যখন এক সঙ্কল্প হবে যে, এখন আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত, আর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হওয়া উচিত বা হবেই -- এমন দৃঢ় সংকল্প যখন ব্রাহ্মণদের মনে উৎপন্ন হবে, তখনই এই সৃষ্টির পরিবর্তন হবে অর্থাৎ নতুন সৃষ্টির রচনা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাবে । এতেও সংগঠনের শক্তি চাই । একজন, দুজন বা আটজনের নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ সংগঠনের এক সংকল্পের

প্রয়োজন । সংকল্পের দ্বারা সৃষ্টি রচনা এর রহস্য হলো এই প্রকার । যখন সকলের ভিতরে এই সংকল্প উৎপন্ন হবে, তখনই এক সেকেন্ডে সমাপ্তির বাজনা বাজতে শুরু করবে ।

একদিকে সমাপ্তির বাজনা, অন্যদিকে নতুন দুনিয়ার দৃশ্য একসাথে দেখা যাবে । ওখানেও বিনাশের অতি হবে, আর সেখানে জলমগ্ন অবস্থায় এক ভাগ ধরিত্রী আর তিনভাগ জলমগ্ন হয়ে যাবে । পরের দিকে অনেক ধর্মের কারণে অনেক খণ্ড হয়ে গেছে, এইসব সমাপ্ত হয়ে যাবে আর অনেক দেশ বন্যার জলের মাঝে একত্রিত হয়ে দ্বীপের মতো হয়ে যাবে । তাই তখন একদিকে অতি বিনাশের বাজনা বাজবে আর একদিকে সৃষ্টির প্রথম রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণের জন্মের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সে কখনোই পাতায় ভেসে আসবে না । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে, জলমগ্ন অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ পাতায় ভেসে এসেছিলো । এরও রহস্য আছে । ভারত যখন পরীস্থান হয়, তখন তিনভাগ জলমগ্ন হওয়ার কারণে তাকে বন্যার জলে পূর্ণ দেখানো হয়েছে । এমন জলমগ্ন পরিস্থিতির মাঝে প্রথম পত্র, যিনি প্রথম আত্মা, যাঁর জন্মের খবর চারিদিকে প্রসিদ্ধ হবে, যে প্রথম রাজপুত্র প্রত্যক্ষ হয়েছেন, তাঁর জন্ম রূপ প্রকট হবে । যেমন দেখানো হয়, সোনার দ্বারকা জল থেকে বেড়িয়ে এসেছিলো । কিন্তু তা জল থেকে নয়, তিনভাগ জল থাকবে, সেই জলের মাঝখানে সোনার দ্বারকা দেখা যাবে --- তাই মানুষ বলে সোনার দ্বারকা জলের মাঝখান থেকে বেড়িয়ে এসেছিলো । সেই সময় এই ভারতে প্রথম আত্মার জন্মের জয়জয়কার হবে । এমন দৃশ্য কি দেখতে পাও ? তাই পুরানো দুনিয়ার মহাবিনাশের বাজনা আর নতুন প্রথম রাজকুমারের জন্মের বাজনা একসাথে বাজতে থাকবে । যখন নাগারা বাজানোর আগে তাকে গরম করা হয় তখন শব্দ শোনা যায় । তাই এও নাগারা বাজানোর পূর্বে তৈরীর প্রয়োজন, তখনই নাগারার আওয়াজের জোর হবে । এই আয়োজনে সবাই লেগে আছো তো ? যারা অপেক্ষা করে আছে তাদেরও এই আয়োজনে লাগাও, তখনই জয়জয়কার হবে ।

যখন তোমরা শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে যাবে তখন রাজ্য চালাতেও শিখে যাবে । শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ তার উপর রাজত্ব করা । তাই এই রাজত্ব করার সংস্কার ভরপুর করছো তো ! তোমাদের নলেজফুল বলা হয়, তো ফুল নলেজে তন - মন - ধন সবকিছু এসে যায় । যদি একটারও নলেজ কম থাকে তাহলে নলেজফুল বলা যাবে না । তোমরা বুঝতে পেরেছো ? সর্বদা সফলতামূর্ত হওয়ার আধারও হলো নলেজফুল । এই নলেজ না থাকলে সফলতামূর্ত হতে পারবে না । সময় অনুযায়ী এই পুরুষার্থের গতিও তীব্র হওয়া উচিত । সময়ের গতি তীব্র হলো, আর তোমাদের চলার গতি ধীরে হয়ে গেলো, তাহলে কিভাবে সময়ে পৌঁছবে ! এক বল, এক ভরসা, এই হলো মুখ্য বিষয় । প্রতি মুহূর্তে একের স্মরণে একরস থাকো । এই পুরুষার্থেই সর্বদা সফল হতে পারলে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে । যারা বাবার অটুট স্নেহে থাকে তারা সহজেই সহযোগ প্রাপ্ত করতে পারে ।

মুরলী হলো লাঠি, কোনো দুর্বলতা থাকলে তা এই লাঠির আধারেই পূরণ হবে । এই আধারই তোমাদের ঘর পর্যন্ত এবং রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, কেবলমাত্র নিয়মপূর্বক নয়, লক্ষ্য এবং লগনের দ্বারা । তাই এই লগনেই মগ্ন হয়ে মুরলী পড় এবং শোনো, অর্থাৎ মুরলীধরের লগনে থাকো । মুরলীধরের স্নেহের নিদর্শন হলো মুরলী । মুরলীর প্রতি যত স্নেহ থাকবে, মনে করবে মুরলীধরের প্রতি ততই স্নেহ । প্রকৃত ব্রাহ্মণকে মুরলীর দ্বারাই পরখ করা যাবে । মুরলীর প্রতি আকর্ষণ অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণ । মুরলীর প্রতি আকর্ষণ কম থাকলে বলা হবে অর্ধেক ব্রাহ্মণ । আচ্ছা ।

বরদান :- নিজের মস্তকের মাঝে বাবার স্মৃতি ইমার্জ করে মস্তকমণি হও

মস্তকমণির অর্থ যার মস্তকে সদা বাবার স্মরণ থাকে, একেই উচ্চ স্থিতি বলা হয় । নিজেকে সর্বদা এমনই উচ্চ স্থিতিতে স্থিত থাকা আত্মা মনে করে এগিয়ে যাও । যারা এই উচ্চ স্থিতিতে থাকে তারা নীচের অনেক প্রকারের বিষয়কে সহজেই পার করে নিতে পারে । সমস্যা নীচে থেকে যায় আর স্বয়ং উপরে থাকতে পারে । মস্তকমণির স্থান হলো উচ্চ মস্তকে তাই নীচে এসো না, সর্বদা উপরে থাকো ।

স্লোগান :- নিশ্চিন্ত বাদশাহের স্থিতির অনুভব করতে হলে "আমি - কে তুমি - তে" পরিবর্তন করে দাও ।